R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে মাঘ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

মুরশিদাবাদের সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান বৃদ্ধিতে প্রশাসন উদ্বিগ্ন

বিশেষ সংবাদদাতা : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে মুরশিদাবাদ জেলা জুড়ে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। রাজ্য পুলিশের জেলা পর্যায়ের এক পদস্থ অফিসার সীমান্ত এলাকায় এক শ্রেণীর সমাজবিরোধীর অবাধ আনাগোনার ব্যাপারে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। ঐ মুখপাত্রের মতে, গত কয়েক বছরে চোরাচালান যেভাবে বেড়ে উঠেছে তাতে কয়েকটি থানা এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটেছে। ডাকাতি, রাহাজানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জেলার কয়েকটি গ্রামে স্থানীয় সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশীরা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে রাহাজত্বের সৃষ্টি করেছেন। সীমান্ত পেরিয়ে আসা মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নিয়ে সমাজবিরোধীরা মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি এলাকাতে লুঠ-পাঠ চালাচ্ছে বলে পুলিশের সন্দেহ। রাজ্যে ২১শো কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার মধ্যে মুরশিদাবাদে রয়েছে ১৩৭ কিমি সীমান্ত পথ। এর মধ্যে ১৩১ কিমিই গঙ্গা-পদ্মা ও তার শাখা নদীর উপর। এই জলপথের সুযোগ নিয়েই মুরশিদাবাদে চোরাচালান বেড়ে চলেছে। নৌকো পথে এ দেশ থেকে বিড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চাল প্রভৃতি চালান যাচ্ছে। হালফিলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাইকেল ও তার পার্টস। কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী এইসব চোরাচালানের সঙ্গে লিপ্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। এনফোর্সমেণ্ট কর্তাদের হাতে রেখে তারা চুটিয়ে চোরাচালান ব্যবসা চালাচ্ছে বলে সন্দেহ। এই চোরাচালানের বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসছে বহু বিদেশী সামগ্রী। ক্যাসেট, টেপ রেকর্ড, ক্যামেরা, সিগারেট, মিলক্ পাওডার, মাছ, কাপড়, নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি ছাড়াও এই সব সামগ্রীর মধ্যে আছে ব্যাপক বোমার মশলা, রিভলবার, ষ্টেনগানের মত মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। এই সব অস্ত্র হাতে পেয়েই দুর্বৃত্তরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে পুলিশের সন্দেহ। সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক কাজ-কর্ম চালানো হচ্ছে বলেও পুলিশের কাছে খবর আছে। সীমান্ত পেরিয়ে আসা বাংলাদেশী নাগরিকেরাই এই সব অসামাজিক কাজে লিপ্ত। জেলা পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে লালগোলা, সামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, ভগবানগোলা, রাণীনগর প্রভৃতি থানাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এদিকে বি এস এফ কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন গত দু'বছরে সীমান্ত প্রহরা শক্তিশালী করে তাঁরা সুফল পেয়েছেন। ১৯৮১ সালে বি এস এফ ৪০৭ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করে ২৯'৩৬ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার করেন। '৮২ সালে প্রায় ৫'শো জন চোরাচালানী তাদের হাতে আটক হয়েছে। এদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার বিদেশী জিনিস পাওয়া গেছে। বি এস এফের সক্রিয় প্রহরা সত্ত্বেও জেলা জুড়ে চোরাচালান কিভাবে বাড়ছে সেটাই রহস্যের। এ ব্যাপারে বি এস এফ কর্তৃপক্ষ আরও দ্বিগুণ পরিমাণ জওয়ান নিয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের আশা, জলপথে ব্যাপক প্রহরার ব্যবস্থা করা গেলে চোরাচালান কমানো যাবে। চোরাচালান ছাড়াও সীমান্ত এলাকার বহু গ্রামে নারী ও চোলাই মদের ব্যবসা রমরমা হয়ে উঠেছে। সমাজ-বিরোধীরা ছাড়াও, অভিযোগ, এই সব ব্যবসা চালাতে বি এস এফের একাংশ পরোক্ষভাবে সাহায্য করছেন।

'জল নিষ্কাশন' ৮৪তে শেষ করার আশ্বাস দিলেন ফরাক্কার জে এম

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্বতন ঠিকাদার যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন না করায় ফিডার ক্যানেলের উপচে পড়া জল নিষ্কাশনের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে '৮৪ সালের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। এর জন্য আরও ব্যয় হবে প্রায় ২'১৭ কোটি টাকা। ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আর. ভি, রন্থিদেবন সি পি এমের একদল প্রতিনিধিকে একথা জানিয়েছেন। এম পি জয়নাল আবেদীন, এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি ১ ফেব্রুয়ারী গঙ্গাভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে জে এমের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। জে এম তাঁদের জানান, কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটির নির্দেশমত এ্যাফ্লেকস বাঁধটিকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিলেও অন্যান্য এলাকায় ভাঙন রোধের ব্যাপারে কাজ করতে অপারগ। আপাততঃ কিছু কিছু এলাকা পরামর্শদাতা কমিটির পর্যবেক্ষণে রয়েছে। পর্যবেক্ষণের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা সি পি এমেও আচমকা ভাঙ্গন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানার পলাশী, বেওয়া ১ ও ২, নিয়ন্তিতা, তিলডাঙ্গা, ঘোড়াইপাড়া, ধর্মডাঙ্গা, বেনিয়াগ্রাম, অর্জুনপুর, মহাদেবনগর প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ২০০ নেতা ও কর্মী হঠাৎ সি পি এম ছেড়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা ফঃ ব্লকে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। দলত্যাগীদের মধ্যে করুণা সরকার, গোলাম মহম্মদ, মোবারক হোসেন, রামরেণু দাস, হারাধন সরকার প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রয়েছেন। ফরাক্কা লোকাল কমিটির মধ্যে রেষারেষি ও দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন তাঁরা।

পুর শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও অদ্যাবধি 'সারভিস বুক' চালু না হওয়ায় জঙ্গিপুর পুরসভার কয়েকশো প্রাথমিক শিক্ষক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা পুর কর্তাদের কাছে 'সারভিস বুক' খোলার দাবী জানিয়েও কোন ফল পাননি। ৫ ফেব্রুয়ারী পুর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক সভাতেও এ নিয়ে আলোচনা হয়। সমিতি অবিলম্বে সারভিস বুক নিয়মিতকরণ, অনুলিপি প্রদান প্রভৃতির দাবী জানান। সভায় কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষক পেনশন ও গ্রাচুইটি না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমিতির সভাপতি শম্ভুনাথ দাস দলমতনির্বিশেষে দাবী আদায়ের স্বার্থে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শিক্ষকেরা বিড়ম্বনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ব্যাপক অনুপস্থিতি রঘুনাথগঞ্জ চক্রের কয়েকশো প্রাথমিক শিক্ষককে বেশ বিড়ম্বনায় ফেলেছে। শিক্ষক সমিতিগুলিও এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, উপর মহলে খুঁটির জোর রেখে ঐ পরিদর্শক খেয়ালখুশী চালাচ্ছেন। মাসের মধ্যে সাতদিনও তাঁকে শিক্ষকেরা অফিসে পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে একটি শিক্ষক সমিতির কাছে তিনি নিয়মিত অফিসে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন মাস চারেক আগে। তবু অদ্যাবধি লাকুলো ১৫ দিনও তিনি অফিসে উপস্থিত থাকেননি। শিক্ষকদের বহু কাজকর্ম তাঁর সই-এর অভাবে দীর্ঘদিন অফিসে পড়ে থাকছে। বার্ষিক স্পোরটস অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও তিনি তেমন কোন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এদিকে রঘুনাথগঞ্জ চক্রে গত বছরে বার্ষিক স্পোরটসের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

নিয়মিত লোডশেডিং

সন্ধ্যাবেলাটা নিশ্চলভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় কাজের সময়। দিন ফুরাইলে কাজ শেষ হয় গ্রামঘরে। সেখানে ঘরে ঘরে জ্বলিয়া ওঠে কেরাসিনের বাতি। নিভৃত পল্লীর বুকে নামিয়া আসে নিশুতি রাত্রির ঘন অন্ধকার। পল্লী গ্রামের এই যে জীবন এবং জীবনধারা—তাহাতে না আছে ব্যস্ততা, না আছে কর্মের ও কর্মশালার জটিল সমস্যা। তাই বলিয়া গ্রামগুলি যে সমস্যামুক্ত এমন নহে। বিশেষ করিয়া কেরোসিন সমস্যা বড়ই ভয়াবহ। যে সকল গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাইয়াছে, তাহাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। আর শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় নিত্যসঙ্গী নিয়মিত লোডশেডিং।

নিত্য লোডশেডিং-এর টানাপোড়েনে শহরগুলি আজ ধুঁকিতেছে। কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যলক্ষ্মী বিদ্যুতের আচমকা অন্তর্ধানে ভিমরি খাইয়া পড়িতেছে। একই অবস্থায় হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে শায়িত রোগীর অবস্থা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। অথচ এই আলোই আবার দ্যুতি ছড়ায়। কিন্তু তাহার লুকোচুরি খেলায় কত যে ক্ষতি হইয়া যায়—পরিসংখ্যানের খতিয়ানে খতাইয়া না দেখিয়া মানবিক দিকটি বিচার করিয়া বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি কেহ করেন না।

আসন্ন পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সময়ে শিরে সংক্রান্তি লইয়া ছাত্রসমাজ নক্ষত্তন পরীক্ষা প্রস্তুতিকালে লোডশেডিং-এর মুহুর্মুহুঃ আঁধার যন্ত্রণায় কাতরাইয়া পড়িতেছে। শুনা যাইতেছে, পরীক্ষার মরশুমে লোডশেডিং নাকি কমানো হইবে। এই স্তোকবাক্য হয়ত বস্তাপচা বহু নিষ্ফল স্তোত্রের একটি। তাহা না হইলে এখনও কেন লোডশেডিং অব্যাহত আছে?

সময়ে অসময়ে লোডশেডিং মানুষের জীবন এবং জীবিকায় এক নিত্যকার বিড়ম্বনা। ইহার কাল কবন্ধটির কব্জা হইতে কবে এই দেশের মানুষ নিষ্কৃতি পাইবে? অথবা নিয়মিত লোডশেডিং পর্বটিকে কি নির্দিষ্ট সময় সীমায় বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে?

॥ ভিন্ন চোখে ॥

সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ অপরকে হত্যা করেছে। এখনও মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে হত্যার সেই বীজ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে গেছে। অপরাধ বিজ্ঞানে হত্যাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। বৈধ এবং অবৈধ হত্যা। রাষ্ট্রের নির্দেশে যে হত্যা সেটা হল বৈধ। অন্যদিকে রাষ্ট্রের নিয়মভঙ্গ করে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তা হল অবৈধ হত্যা। এই অবৈধ হত্যা তালিকার মধ্যে পড়ে নিরাক্রোশ হত্যা। আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'Murder for gain.'

অপরাধ বিজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে। অপরাধ মনস্তত্ত্বে তাই বিচিত্র বিচিত্র অপরাধ ঘটে চলেছে। দিনের পর দিন অবৈধ হত্যার সংখ্যা বাড়ছে।

মানুষের মনের গতি অতি বিচিত্র। তার প্রবৃত্তির স্বরূপ আরও জটিল। একজন সুস্থ সবল মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রবৃত্তির মধ্যেও খুনের স্পৃহা অবদমিত থাকে। বর্তমান যন্ত্রসভ্য—তার জটিল জীবনে মানুষের স্বাভাবিক মনের সঙ্গে অস্বভাবী মনের সংঘর্ষ চলছে। এর ফাঁকে তার পাশব—প্রবৃত্তিগুলোর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। তাই মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, যত শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে মানুষের মধ্যে আদিম পাশব প্রবৃত্তি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বনেদী পরিবারের গৃহবধূ সুরূপাকে নিরাক্রোশ খুনের সামিল হতে হয়। ঠিক এভাবে চলে যেতে হল দেবযানীকে। কলকাতা বণিক পরিবারের গৃহবধূ। ভাবা যায় না সংস্কৃতি সভ্যতার পীঠস্থান মহানগরী কলকাতার বুকে কি জঘন্য পৈশাচিক ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। সেই সব নারকীয় হত্যার বীজ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জেলায়। বিভিন্ন অঞ্চলে। যেমন আমাদের ঘরের মেয়ে সুনন্দার কথা এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে। ফরাক্কার সুনন্দা। তাকেও ঠিক এভাবে মেরে ফেলা হল বলে খবর।

ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের দেশ। এ দেশ গার্গীমৈত্রেয়ীর দেশ। এ দেশের মাটি অনেক মহামানবের পদধূলিতে ধন্য। সে দেশে এ ধরনের ব্যাভিচার চলছে। অবৈধ রক্তের স্রোতে এ দেশের পবিত্র মাটি আজ কলঙ্কিত। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী—সে দেশে অবাধে নারী হত্যা চলছে। বিচার আজ প্রহসন। ভদ্রবেশী অভিজাত খুনীদের কিছু হবে না। গুহ পরিবারের কেষ্টবিষ্টু লোকেরা শুধু সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে ছিলেন—এখন যেমন বণিক পরিবারের লোকেরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। সুরূপা, দেবযানী, সুনন্দারা জানতে পারবে না বিচারের রায়। কিন্তু ভবিষ্যতের হাজার হাজার সুরূপা, দেবযানীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই সব হত্যাগুলো কুমারী মেয়েদের মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এই তো বেশ কিছু দিন আগের ঘটনা। কলকাতার এক অবাঙ্গালি পরিবারের মেয়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপোক্ত হয়েছে জেনে বিয়ের আতঙ্কে আত্মহত্যা করে বসলেন। আইনের পথ মসৃণ নয়। এই পথে টাকার রোলার চালিয়ে অসংখ্য নৃশংস অপরাধী বেঁচে যাচ্ছে। তাই নিজের কাছেই আমার প্রশ্ন—আগামী জেনারেশনে মানুষের সঙ্গে পশুর কি কোন পার্থক্য থাকবে?

মণি সেন

॥ চিঠিপত্র ॥

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

রেডক্রশ নিয়ে ধোঁয়াশা

আপনার পত্রিকা মাধ্যমে আমি একান্তভাবে জানিতে ইচ্ছুক যে জেলা রেডক্রশ সোসাইটির কার্যকলাপ কি, কিংবা কি তার মহৎ উদ্দেশ্য যা গ্রামের মানুষেরা আজও জানতে পারছে না। আমি পত্রিকায় মুক্ত হস্তে দান করুন এবং সদস্য হউন দেখে টাকা M. O. করি এবং বহুদিন পর প্রাপ্তি রসিদ পাই। কিন্তু বহু চিঠি দিয়ে জেলা অফিস থেকে উত্তর পাইনি। কলকাতা অফিস বলেছে আপনার চিঠি জেলায় পাঠালাম সেখানে যোগাযোগ করুন। খ্যাতনামা সংস্থার এই নীরবতা খুবই আশ্চর্য্যজনক নয় কি?

শচীনন্দন সাহা
বালিয়া, মুর্শিদাবাদ

নাটক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি ফরাক্কা রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে ৫-ম বার্ষিক সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলার ১৬টি দল অংশ নেয়। কলকাতার প্রোগ্রেসিভ থিয়েটারের চাপাপড়া মানুষ, নৈহাটীর আঙ্গিক সংস্থার চক্রবূহ এবং কলকাতার শৌভিক নাট্যগোষ্ঠীর আবরু যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচিত হন গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং তপতী দত্ত গুহ। বৈশাখী সিন্‌হা শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর পুরস্কার পান।

পোষ্টমাষ্টার আক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩১ জানুয়ারী সাঁঝ রাতে বাড়ালা পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার দুলাল বিশ্বাসের কোয়ার-টারে সশস্ত্র হামলা ও ছিনতাই এর ঘটনা নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তদন্ত না করায় ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে জড়িত এক যুবকের নাম পুলিশের কাছে এসেছে। ঐ যুবকটি সংশ্লিষ্ট বিভাগেরই একজন অস্থায়ী কর্মী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনাটি বহরমপুরে পোষ্টাল সুপারিণটেনডেণ্ট ও পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকা

অরঙ্গাবাদ : গত ৬ ফেব্রুয়ারী এখানে ঝিনুক সাহিত্য গোষ্ঠী কর্তৃক 'ঝিনুক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহঃ সাদেক হোসেন। সভায় এই আশা ব্যক্ত করা হয় যে উক্ত পত্রিকাটিকে মাসিক পত্রিকারূপে চালিয়ে যাওয়া হবে এবং এই অঞ্চলের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষকেরা বিড়ম্বনায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবপত্র নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, স্পোরটসের টাকা যথাযথভাবে খরচ করা হয়নি। পেশ করা ভাউচারে দু'জন হিসেব পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকার কথা। কিন্তু তা নেই। এ নিয়ে কয়েকদিন আগে শিক্ষকদের এক সভায় এস আই-এর উপস্থিতিতে বেশ হৈ চৈও হয়।

জল নিষ্কাশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে এম, পি জয়নাল আবেদীন কলকাতায় রাজ্যের সেচমন্ত্রী ননী ভট্টাচর্য্যের কাছে ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত কথা-বার্ত্তা চালানোর আর্জি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। শ্রীভট্টাচার্য্যের সেচ দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই ভাঙ্গন কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা আগেই পরিদর্শন করে গেছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Farakka : Murshidabad : West Bengal

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials

The tender documents will be on sale from 7. 2. 83 to 22. 2. 83 from 9·00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto 11·00 hrs. on the respective date of opening as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper	Date of opening
1.	Tack Welding of Bolts upto waist level of Transmission Towers in Farakka-Durgapur and Farakka-Jeerhat Transmission line. NIT No—FS : 42 : CS : 387/T-5/83.	18 Lakhs 30 months	36,000/100	25. 2. 83
2.	Civil Works for Fuel Oil Pressuring Pump House & foundations for Trestle support of Fuel Oil Pipe Line. NIT No—FS : 42 : CS : 171/T-6/83.	20 Lakhs 12 months	40,000/100	26. 2. 83
3.	Extension of Tildanga approach Road upto Tildanga Rly. Station & Kendua Hospital. NIT No.—FS : 42 : CS : 109. 1/T-7/83.	5.50 Lakhs 6 months	11,000/50	28. 2. 83

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper Tenderers Registered with any other project of N T P C are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of......................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power Plant
Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742212

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর : স্থানীয় টাউন ক্লাবের পরিচালনায় গত ৩১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় ক্লাব হলে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের পরেশ রায়। তিনি অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজের অধ্যাপক তপেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে পরাজিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত বৎসরও পরেশ রায় এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী,১৯৮৩
২০/৮০ অনুসারী

ডিক্রীদার—মন্তাজ সেখ দিং দেন্দার—সরলাবালা বর্ম্মণ্যা জওজে ৺রঘুনাথ সিংহ সাং তেঘরী

দাবী—

থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজে চক কুতুবপুর ৩৭ শতক জমির জমা ১.৫০পঃ পঃ বঃ সরকার সেরেস্তায় লেখা যায়। আঃ মূল্য ৩৫০০৲ খং নং ৪৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from Enlisted Class-I & II Contractors of P. W. D. & Enlisted Class-I of C. B. Dte : & Bonafied outside Contractors having experience in similar experience for the work 'Thorough repairs to Culvert & Bridgs from 127th Mile to 130th Mile of N. H. 34 of Berhampore-Raghunathganj secn : in N. I. T. No. 33 of 1982-83 by the Supdg. Engr. Central Circle (PWD) Berhampore, Murshidabad with the following particulars : Amount put to Tender : Rs. 1,74,154/- ; Earnest Money Rs. 3483/- ; Time for completion of the work 4 (Four) months. Last date of application for permission upto 2 P. M. on 28. 2. 83 ; Last date and time for receipt of tender upto 2 P, M. on 8. 3. 83 in the Chamber of the Supdg. Engr. (PWD) Central Circle. The enlisted PWD & C. B. Dte. Contractors will submit application to Ex. Engr. (PWD) Berhampore Divn : No. II & bonafide outsiders to Supdg. Eng. (PWD) Central Circle. All detailed documents may be seen in the office of the Ex. Engr. (PWD) Berhampore Divn : No. II or Supdg. Engineer, (PWD) Central Circle.

Superintending Engineer,
Central Circle, P. W. D.

কলিকাতার মনহরণকারী এম, এ, পাস করার প্রচার পত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে আসল প্রশ্ন পত্রের জন্য এখানে আসুন

Visiting Hours :
Every Day-4 p. m. to 9. p. m.
Sunday-11 a. m. to 5. p. m.
Phone : 35-5143

Mr. N. K. PAHARI M. A. (Double
(Sree Panchami)
89, B. B. Ganguly Street
Calcutta-700012

(Opp.—Goenka College & by the side of Gour Dey Lane)

শ্রীপঞ্চমীকৃত

* বাংলা ভাষায় ১৯৮১ সালের এম-এ, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি পেপারে ৮টি করে উত্তর পত্র নিয়ে ৪ মাস পড়ে পাস করুন।
* বাংলা এম-এ এবং ইংরাজী এম-এ তে নির্ভরযোগ্য প্রশ্ন উত্তর এবং কোচের জন্য যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ এম-এ, বাংলা, ইংরাজী, ইসলামিক ইতিহাসে প্রতি রবিবারে কোচিং চলিতেছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অচ্যুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।